ওয়েস্টার্ন উপন্যাস

স্বপ্ন উপত্যকা

মাসুদ আনোয়ার

বেঙ্গলবুকস

এক

জোনাসের ডান হাত আচমকা নড়ে উঠল। পিস্তলের বাটে ভাঁজ হয়ে এল। দীর্ঘ অনুশীলনের সহজাত প্রতিক্রিয়া। কোমরের বেল্ট থেকে হাতের মুঠোয় পুরে ঘোড়া টেপার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যেটুকু সময় ব্যয় হলো, তা এতটাই কম যে, আন্দাজ করাটাও কঠিন। মুহূর্তের ভগ্নাংশই মনে করা যায়। পুরোনো পিস্তলটা সোজা করে নিশানা করল সে। তারপর তা নামিয়ে আবার খাপে ভরল।

মনে মনে হাসছে সে। ‘ভালোই খেল দেখিয়েছি তো! জেস দেখলে কী বলত, কে জানে!’

হঠাৎ তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। শার্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দামি কয়েকটা গুলি বের করে আনল। তালুতে ঘোরাতে লাগল। মনে মনে ভাবছে, ‘এগুলো তো সারা দিন বাইরেই থাকবে। তাহলে সুযোগটা নিচ্ছি না কেন?’

খাপ থেকে পিস্তলটা আবার বের করল। তেলমাখা সিলিন্ডারে ঢুকিয়ে দিল সব গুলি। প্রথমটার ওপর ফায়ারিং

পিন বসিয়ে দিল। ভারী যন্ত্রটা কোমরে গুঁজে হাঁটা শুরু করল।

ছয় ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা জোনাস গল্ট। পাতলা শক্তপোক্ত চেহারা। বয়স উনিশ। কয়েক বছর আগেও নেহাত পিচ্চিটি ছিল। হঠাৎ বেড়ে উঠতে শুরু করেছে। শরীরে বড় বড় হাড়ের কাঠামো ভবিষ্যতে তার প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দেয়।

বুক আর কাঁধ বাবার চেয়ে চওড়া। পঞ্চাশ পাউন্ড ওজনের খাবারের বস্তা সহজে ছয় ফুট ওপরে তুলে ফেলতে পারে। পুরোনো জামাকাপড় ছোট হয়ে গেছে। টাইটফিট জামা পরতে অস্বস্তি হয়। কারণ, ছিঁড়ে গেলে তার মাকেই সেলাই করতে হবে। মায়ের অসংখ্য কাজের মধ্যে তার জন্যে এটা বাড়তি কাজ। সারা দিনে বেচারির এমনিতেই ফুরসত নেই।

একটা টিনের ক্যান, খুঁটির ওপরে বাঁধা। জোনাসের নির্দিষ্ট নিশানা ওটা। জোনাস এমনভাবে তাকাল, যেন ওটা তার শত্রু। লম্বা কৃশ মুখে একধরনের ম্লান দৃঢ়তা, যা এখনো পরিণত বয়সের কঠোরতা অর্জন করেনি। ধোঁয়াটে ধূসর চোখ, ভারী ভ্রুর নিচে সামান্য কুঁচকানো। উঁচু কপালের ওপরে গাঢ় কালো খাড়া চুল, খচ্চরের কেশরের মতো। চিবুক দৃঢ়। নিচের ঠোঁটের ভরাটে ভাব যেন তার মুখে একধরনের ক্ষুধার্ত ও চিন্তিত ভাব ফুটিয়ে তুলেছে।

জেস সবসময় বলত, 'বন্দুক উঁচাও এমনভাবে, যেন ওটা বন্দুক নয়, তোমার আঙুল। অনুভূতির সবটুকু দিয়ে নিশানা করো। এক মুহূর্ত সময় নাও। তুমি জে ই বি স্টুয়ার্ট নও। তবু

নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করো যে, তুমি যা দেখছ, তা পুরোপুরিই দেখছ।'

পিস্তলটা তীক্ষ্ণ গতিতে ওপরে উঠে গেল। গুলির শব্দ হলো। নিস্তব্ধ উঠোনে চাবুক ফোটানোর মতো করে প্রতিধ্বনি তুলল সে শব্দ। ক্যানটা উড়ে খালি করালের ছাদে উঠে গেল। জোনাস আরেকটা গুলি করল। ক্যানটা উড়ন্ত অবস্থায় আরও বিশ ফুট দূরে চলে গেল। তৃতীয় গুলি ওটাকে মাটিতে নিয়ে ফেলল। দুমড়ে-মুচড়ে গেছে ক্যানটা গুলির আঘাতে।

বন্দুক নামিয়ে ঠোঁট চাটল সে। বারুদের গন্ধে নাক কুঁচকাল। আবার মৃদু হাসি ফুটল মুখে।

এসময় বার্নের গেটের কাছে ওয়্যাগনের আওয়াজ শোনা গেল। চমকে উঠল সে। পিস্তলটা দ্রুত জামার ভেতর লুকিয়ে ফেলল। এভাবে হাঁটতে শুরু করল যেন কিছুই ঘটেনি। তবে ভেতরের উত্তেজনা ও ভীতি-ভাবটা টের পাচ্ছে। তিন-তিনটে গুলির শব্দ। যারা আসছে, তাদের না শোনার কোনো কারণ নেই। কিন্তু তারা আচমকা এসে পড়েছে। শনিবারের দিনটায় বেশিরভাগ সময় তারা সন্ধে পর্যন্ত শহরে কাটায়।

বার্নের ভেতরে গিয়ে জামার ভেতর থেকে বন্দুকটা বের করে শস্য রাখার একটা খোলা পিপের ভেতর লুকিয়ে ফেলল। বার্ন থেকে বেরিয়ে এসে দেখল ওয়্যাগনটা উঠোনে ঢুকছে। কড়া চোখে বাবা একবার তাকাল ওর দিকে। যেন কিছু একটা বুঝতে চাইছে। জোনাস চোখ নামিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে এগোতে লাগল, ওর তলপেটে শীতল প্রবাহ। ভয় আর আতঙ্ক।

ওর বাবা জ্যারেড গল্ট। লম্বা, হালকা পাতলা গড়নের মানুষ। রুক্ষ কঠিন চেহারা। ওয়্যাগন থেকে নামতে সাহায্য করল মাকে। তারপর কোনো কথা না বলে ছেলের দিকে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে জানতে চাইল, 'বন্দুকটা কোথায়, বাছা?'

'বার্নের ভেতর,' নিরীহ স্বরে বলল জোনাস।

বড় বড় আঙুলঅলা একটা হাত তুলল জ্যারেড। বার্নের দিকে দেখিয়ে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিল। জোনাস ঘুরে তার সামনে হাঁটতে শুরু করল। বার্নের ভেতর ঢুকে খালি পিপে থেকে অস্ত্রটা বের করল। জ্যারেড ওটা হাতে নিল। এমনভাবে ধরল যেন গা ঘিনঘিন করা অস্বস্তিকর একটা কিছু। কাছে একটা বেঞ্চে রাখল। ছেলের দিকে ফিরে জানতে চাইল, 'কোথায় পেয়েছ এটা?'

মুখ নিচু করল জোনাস। মৃদুস্বরে বলল, 'জেস চলে যাওয়ার সময় দিয়ে গিয়েছিল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জ্যারেড। 'জেস চলে গেছে দু'বছর আগে। বেশ, কিন্তু গুলি? ওটা কোথায় পেলে?'

জোনাস এবার লজ্জা পেল। জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল।

সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল জ্যারেড। নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে শব্দ করল। তারপর বলল, 'এ জন্যেই মনে হতো, আমার গুলির সংখ্যা কমে যায় কেন? এ অস্ত্রটায় আমার রাইফেলের গুলি ফিট হতো। কিন্তু কখনো শব্দ শুনিনি কেন?'

'আমি...' একটু থামল জোনাস। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে। 'জেস আর আমি পাহাড়ের পেছনের জায়গাটায় চলে যেতাম। ...উম, সেখানে কয়েকবার চালিয়েছিলাম...।'

'দেখি, আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াও।'

'বাবা!'

'পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াতে বলেছি।' জ্যারেডের চোখে রাগ নয়, একধরনের বিষণ্নতা দেখা দিল।

জোনাস বাবার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে শার্ট খুলে হাতদুটো দেয়ালে রাখল। ওর চোখেমুখে লজ্জার চিহ্ন। চার বছর আগে বাবা শেষবার তার পিঠে বেত দিয়ে মেরেছিল।

বাবার পায়ের শব্দ শুনল ও। বার্নের দেয়ালে ঝোলানো কিছু একটা নিতে গেল বাবা। শুকনো চামড়ার খসখস শব্দ কানে এল তার। আবার তার পিছিয়ে আসার শব্দ পেল। শার্ট খুলে তৈরি হলো জোনাস। চোখ বন্ধ করল। প্রথম আঘাতে একটু ফুঁপিয়ে উঠল। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে পরের নয়টা আঘাত সহ্য করল। পুরোনো অভ্যাসমতো প্রতিটা আঘাত গুনে রাখল। শেষ আঘাতে তার নিশ্বাস হুস করে বেরিয়ে এল।

শার্টটা ফের গায়ে জড়িয়ে নিল জোনাস। বোতাম লাগানোর পর জ্যারেড বন্দুকটা তুলে নিয়ে গম্ভীর স্বরে আদেশ দিল, 'চলো এবার।'

বার্নের বাইরে এসে হাতের বন্দুকটা উঁচিয়ে কয়েক পাক ঘোরাল জ্যারেড। তারপর আচমকা ছুড়ে দিল। রোদে বারকয়েক

পাক খেল ওটা। চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে পড়ল।

'ওখানেই পচুক ওটা,' বলে উঠল জ্যারেড। একটু থামল। এবার ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, 'কেন বলেছি জানো, জোনাস?' ওর গলায় এখন আর রাগ নেই। বরং কেমন ভঙ্গুর শোনাল। 'তুমি বলতে পারো, কেন এ কথা বলছি?'

'না, বাবা।'

'কারণ আছে,' জ্যারেড ধীরে ধীরে বলল। 'আমি তোমাকে অনেক আগেই বলেছিলাম। সেটা তুমি ভালো করে শোনোনি। মাথার ভেতর গেঁথে নাওনি। একটা পিস্তল কিন্তু রাইফেল নয়। রাইফেল ব্যবহার করা যায় শিকার কিংবা বন্য জন্তুর কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে। কিন্তু পিস্তলের বিষয়টা ভিন্ন। একজন মানুষ যখন কোমরে পিস্তল ঝোলাতে শুরু করে, তখন সে অহেতুক বিপদকে আমন্ত্রণ জানায়।'

বলতে বলতে ওর মুখ লাল হয়ে ওঠে। কঠিন স্বরে বলতে লাগল, 'আমি কোয়ানট্রিল, জর্জ টড আর ব্লাডি বিল অ্যান্ডারসনের সঙ্গে ছিলাম। কোল ইয়াংগার আর ফ্রাঙ্ক জেমসের সঙ্গেও। আর তার ছোট ভাই 'ডিংগাস', যাকে তোমরা জেস বলে চেনো। আমি ওদের সবাইকে জানতাম। ওরা কোমরে নেভি কোল্ট ঝোলাত ঠিক যেন মুক্তোর মালা। আমি দেখেছি...' জ্যারেড থামল। হাঁ করে শ্বাস টানতে লাগল। শ্বাস নেয়ার সময়টায় কেমন যেন এলোমেলো দেখাল ওকে। জোনাস হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বাবার দিকে।

'আমি কখনো এসব তোমাকে বলিনি। বলার ইচ্ছেও নেই। শুধু একটা কথা মনে রেখো, আমি নেহাত ছেলেমানুষের মতো ওদের দলে যোগ দিয়েছিলাম। নিজেকে সৈনিক ভেবেছিলাম। কিন্তু সৈনিক আর খুনিতে যে পার্থক্য, তা বুঝতে অনেক সময় নিয়ে ফেলি। '৬৩ সালে জেফ ডেভিস কোয়ানট্রিলকে নিষিদ্ধ করার পর আমি সে দল ছেড়ে দিলাম। তারপর থেকে নিজের মধ্যে সবকিছু কবর দিয়ে রেখেছি। আমি জেসকে কিছু বলেছিলাম। কিন্তু তা হয়তো যথেষ্ট ছিল না। যথেষ্ট হলে তা হয়তো তার কাজকর্মের সঙ্গে পরিস্থিতির পার্থক্য গড়ে দিতে পারত।'

'তুমি তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছ!' জোনাসের গলায় প্রতিবাদের সুর টের পেল জ্যারেড। অন্তত শেষ শব্দটা একটু রুক্ষ শোনাল বাবার কানে।

'কী বললে তুমি!' এক লাফে ছেলের সামনে চলে এল জ্যারেড। ওর শার্টের কলার মুঠো করে ধরে বেপরোয়া ভঙ্গিতে ঝাঁকাতে লাগল। 'ঈশ্বরের দোহাই, এটা তোমার মায়ের কথা! তুমি কখনো...' কথা শেষ না করেই তিক্ত সুরে বলল, ' আহ্!' ধাক্কা মেরে ছেলেকে সামনে থেকে সরিয়ে দিল। 'এটা মনে রাখো, বাছা। পেটানোর পরেও জেসের দৃঢ়তা ভাঙেনি, তোমারও ভাঙবে বলে আশা করি না। তোমাদের দুজনের মধ্যেই আমার স্বভাবটা বেশি। তবে তুমি তোমার ভাইয়ের মতো নও। তোমার নিজের বুদ্ধি আর কান আছে। সেগুলো ব্যবহার করবে আর যা বলেছি তা মনে রাখবে এবং কাজে লাগাবে, বাছা।'

ঘুরে বাড়ির দিকে পা বাড়াল জ্যারেড। জোনাস ধীর পায়ে

অনুসরণ করল। ও জানে, বাবা প্রচণ্ড রাগী, কিন্তু নিষ্ঠুর নয়। তবে তার ভেতরে কঠোরতা আর কোমলতার এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব চলে। এই দ্বন্দ্ব মাঝে মাঝে তার কাছের মানুষদের বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়।

কোয়ান্ট্রিল! এটাই কি সব ব্যাখ্যা করে? বাবাকে ও ভালোই বোঝে। কেবল একবারই বাবার প্রতি ওর সন্দেহ জেগেছিল। জ্যারেড যত কোমলভাবে একটা বাচ্চা ঘোড়াকে বশ করে, ততটাই কঠোর আর নির্দয় আচরণ করেছিল তার বড় ছেলের সঙ্গে। জোনাসের মা মার্থা গল্টও তার স্বামীকে ভালোভাবে বুঝত। জোনাসের মতো সেও সন্দেহে পড়ে গিয়েছিল। জেসের বিদায়ের আগে তুমুল ঝগড়া হয়েছিল তার স্বামীর সঙ্গে। এরপর একদিন জেস চলে যায়। এ ঘটনার পর স্বামীকে ক্ষমা করতে অনেক কষ্ট হয়েছিল মার্থার।

জেস ছিল উচ্ছৃঙ্খল, সাহসী ও একগুঁয়ে। সবসময় কোনো না কোনো মেয়েঘটিত ব্যাপার থাকত। তবে ওর ক্ষেত্রে তা ছিল নেহাত সামান্য বিষয়। এ ধরনের ঝামেলা থেকে বের হয়ে আসার একধরনের কৌশল তার জানা ছিল। কিন্তু এক মাতাল ও ঝগড়াটে কাউহ্যান্ডকে সেলুনের মারামারিতে পিটিয়ে লাশ বানানোর ঘটনায় বাবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়।

এরপর থেকে তারা তাকে আর দেখেনি। মাঝে মাঝে গুজব আকারে কানে আসত, জেস পূর্বের পিমা ফ্ল্যাটস এলাকায় এক উচ্ছৃঙ্খল দলের সঙ্গে জড়িত হয়েছে। গত সপ্তাহে সেই দলের এক সদস্য গরু চুরির অপরাধে ফাঁসিতে ঝুলেছিল। জ্যারেড

গল্ট এ ধরনের কথার জবাবে শুধু চোয়াল শক্ত করত। নিজের ঘরে সে জেসের নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ করেছিল।

জোনাসের মা মার্থা দরজার সামনে অপেক্ষা করছিল।

মোটাসোটা শরীরের মহিলা মার্থা। মাথার ধূসর চুলে শক্ত করে বাঁধা খোঁপা। টানা এতগুলো বছর ধরে স্বামীর মেজাজ তার চৌকোনা গম্ভীর মুখে কিছুটা কর্কশ ছাপ ফেলেছিল। তবে তার কোমলতা প্রকাশ পেত চোখে এবং শান্ত কণ্ঠস্বরে।

'ভেতরে আসো, জোনাস,' ছেলেকে ডাকল। 'তোমার শার্ট খুলে ফেলো।'

জ্যারেড ওয়্যাগন থেকে আটার বস্তা নামাল। স্ত্রীর দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। তবে তার আগে ওকে আমার সঙ্গে এই জিনিসগুলো লিনটুর ভেতর নিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে।'

মার্থার মুখ শক্ত হয়ে উঠল। স্বামীর দিকে না তাকিয়ে বলল, 'না, মি. গল্ট। সেটা হবে না। আগে ওকে দেখতে হবে।'

মা-বাবার দাম্পত্য-জীবন এভাবেই চলে। অবশ্য যাবতীয় মতপার্থক্য শেষ পর্যন্ত সমঝোতায় শেষ হতো।

জোনাসকে শাস্তি দেওয়ায় জ্যারেড নিজের ইচ্ছা পূরণ করেছিল। এবার মার্থার পালা। এখন ছেলের শুশ্রূষা করবে সে। কারো কথায় কান দেবে না। ব্যাপারটাকে কৌতুক হিসেবে নিল জ্যারেড। দ্বিতীয়বার আর তর্কে গেল না। কাঁধে বস্তা তুলে নিয়ে লিনটুর দিকে এগিয়ে গেল।

জোনাস হাতদুটো শক্তভাবে গুটিয়ে টেবিলের পাশে বসা।

মার্থা তার পিঠে গরম পানির সেঁক দিচ্ছে। ক্ষতগুলো জ্বালা করছিল। গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করে মলম লাগিয়ে দিতেই আরাম বোধ করতে লাগল।

জ্যারেড ঘরে ঢুকে মাথার টুপি খুলে ঝুলিয়ে রাখল।

'ওকে এভাবে মারধর করার দরকার ছিল না,' মার্থা শান্ত গলায় ভর্ৎসনা করল স্বামীকে। দরজার কাছে গিয়ে গরম পানিটা বাইরে ছুড়ে দিল। 'ও এখন বড় হয়েছে। আর...ও একজন ছেলে, মি. গল্ট।'

জ্যারেড বিরক্ত হলো। 'তাহলে তাকে পুরুষের মতো আচরণ করতে দাও।' তারপর টেবিলে একটা কনুই রেখে নিজের মুখে হাত বোলাল। 'হা ঈশ্বর! মার্থা!'

দুই ঠোঁট চেপে ধরল মার্থা। 'তুমি সবকিছুতে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করো, মি. গল্ট।'

খাবারের আয়োজন ভালোই। গরুর মাংস, বিস্কুট, শাকসবজি। খাওয়া শেষে নিজের ছোট কালো পাইপটা বের করে ম্যাচ জ্বালাল জ্যারেড। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে জোনাসের দিকে তাকাল। 'তোমার তো হাজার কাজ। তা সেখান থেকে কিছুটা সময় বের করে আমি যে কাজটা করতে বলেছিলাম তোমাকে, সেটা করা কি সম্ভব হয়েছে?'

জোনাস মৃদুস্বরে বলল, 'হ্যাঁ।'

এঁটো বাসনগুলো ধোয়ার পাত্রে রেখে এল মার্থা। চিন্তিত স্বরে স্বামীকে বলল, 'ব্লু হর্স স্প্রিং? আমি তো ভেবেছিলাম তুমি সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নাওনি।'

'আর বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।' জ্যারেড চেয়ার থেকে উঠে দরজার দিকে গেল। টুপিটা তুলে নিল হাতে। 'যদি বিপদ আসে, তাহলে এটুকু সেরে ফেলাই ভালো।'

একটা কথাও না বলে মার্থা পুবদিকের দেয়ালে ঝোলানো তার রাইফেলটা হাতে তুলে নিল।

'না, মার্থা।' খুকখুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল জ্যারেড। 'এটা অহেতুক সমস্যাকে কাছে ডেকে আনা। আমরা বেড়া তৈরি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপর দেখব।' নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে টুপিটা মাথায় পরে বাইরে চলে গেল।

এক ঢোক কফি খেল জোনাস। মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল।

রাইফেলটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল মার্থা। 'এটা নাও। গরম হতে কিছুটা সময় লাগবে। এখন ঠান্ডা হয়ে গেছে।'

মায়ের হাত থেকে রাইফেলটা নিল জোনাস। ব্যারেল খুলে লোড চেক করে মায়ের দিকে তাকাল।

'খেয়াল রাখবে, জোনাস।' নরম গলায় বলল মার্থা।

জোনাস মায়ের উদ্বেগটা বুঝতে পারল।

মার্থার উদ্বেগের কারণ ছিল। কোয়োটেরো বেসিনে ভালোমতন বেড়া দেয়া হয়নি। ভালো পানি সরবরাহের জায়গাগুলো দূরে ছিল। তাই সবারই নীরব সম্মতিতে ওই এলাকাটা খোলা থাকত, যাতে সবারই গবাদি পশু ওখানে গিয়ে পানি খেতে পারে। ব্লু হর্স স্প্রিং গল্ট পরিবারের ছোট এলাকার মধ্যে ছিল আর উত্তর দিকে ছিল মেজর জেফরি ডেমব্রোয়ের বিশাল র‍্যাঞ্চ স্কাল।

এখানে কখনো পানির অধিকার নিয়ে সমস্যা হয়নি। কারণ, স্কালের উত্তর-পশ্চিম রেঞ্জ ছিল বেসিনের একমাত্র পর্যাপ্ত পানির উৎস, যেটা টেন মাইল ট্যাঙ্কসের কাছাকাছি, মেসা আমারিলোর নিচে। কিন্তু এক মাস আগে রিজার্ভেশন থেকে পালিয়ে আসা কোয়োটেরো অ্যাপাচিরা মেসার কাছে ক্যাম্প করেছিল। এরপর মেজর ডেমব্রো তার বিশাল গবাদি পশুর পালকে দক্ষিণ দিকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে শুরু করে। নিরাপদ জায়গাগুলোর মধ্যে ব্লু হর্স স্প্রিংও ছিল। তার তৃষ্ণার্ত পশুর পাল গল্ট পরিবারের অল্প কয়েকটা পশুর জন্যে পানি সরবরাহকারী ক্ষুদ্র স্প্রিংটাকে কাদা কাদা করে ফেলেছে।

ক্ষতিগ্রস্ত জ্যারেড গল্ট মেজর জেফরি ডেমব্রোর কাছে নিজের অবস্থান পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছিল। নিজের সমস্যাগুলোর কথা জানিয়েছিল। তবে তাকে বিশেষ কোনো অনুরোধ করেনি। মেজর ডেমব্রো একজন সাবেক ক্যাভালরি অফিসার। দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ আর কঠোর মনোভাবের মানুষ। গল্টের সব কথা শুনে শুকনো গলায় কেবল নিজের সিদ্ধান্তটা জানিয়েছিল এভাবে : দেখা যাবে।

এ রকম কথায় স্পষ্ট কোনো জবাব পাওয়া যায় না। তবে গল্ট বুঝতে পারে সে কাটা গাছের গোড়ায় পানি ঢালতে এসেছে। তার সমস্যা নিয়ে মেজরের বিশেষ কোনো আগ্রহ নেই। তবে তার আগ্রহ যে ব্লু হর্স এলাকার দিকে আরও বেশি গবাদি পশু পাঠানো, সেটাও অস্পষ্ট রইল না গল্টের কাছে। কিন্তু মানুষ হিসেবে যত বদরাগী আর কঠোরই হোক না কেন,

গল্ট সহিংসতা একদমই পছন্দ করে না। সে ব্লু স্প্রিংয়ের চারদিকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে তেমন না ভাবলেও এখন সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মেজরকে তার সীমানার মধ্যে ঢুকতে দেবে না।

জোনাস মাকে বলল, 'চিন্তা কোরো না, মা।'

কথাটায় দৃঢ়তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল সে। তারপর দ্রুত বাইরে চলে গেল। জ্যারেড উঠোন থেকে ওয়্যাগন বের করছিল। লাফ দিয়ে ওয়্যাগনের বেডে উঠে বসল জোনাস। বার্নের পাশে সদ্যকাটা সিডারের খুঁটির স্তূপ। বেড়া দেয়ার জন্যে কাটা হয়েছে। স্তূপের পাশে ওয়্যাগন থামাল জ্যারেড। নেমে এল সিট থেকে। জোনাসের হাতে রাইফেল দেখে ভ্রু কুঁচকাল। তবে কিছু বলল না ছেলেকে। দুজনে মিলে খুঁটিগুলো ওয়্যাগনে তুলে নিল। জ্যারেড গোয়াল থেকে নতুন তারের দুটো রোল নিয়ে এল। জোনাস বেলচা, তার টানার যন্ত্র, প্লাস, দুটো হাতুড়ি এবং স্ট্যাপলগুলোর একটা কেগ টেনে আনল। ওয়্যাগনে উঠে রাইফেলটা হাঁটুর ওপর রেখে সিটে বসল। জ্যারেড কড়া গলায় ঘোড়াগুলোকে চলার নির্দেশ দিল।

বিকেল বেলায় গরম হাওয়া বইছে। জোনাস গভীরভাবে শ্বাস টানল। ওর মনে অশান্তি। প্রশ্বাসের সাথে অশান্ত ভাবটাকে বের করে দেয়ার চেষ্টা করল। ঝকঝকে আকাশে পাক খাচ্ছে একটা বাজপাখি। বাতাসের ঢেউ খেলছে ঘাসের ওপর। উত্তরে মেসা অ্যামারিলোর লাল পাহাড়, তারও ওপরে আঁকাবাঁকা পাহাড়ের অন্ধকার রেখা। ওই পাহাড়শ্রেণি

তার কাছে অনাবিষ্কৃত ও অচেনা। তার বাবার বাবা ইফ্রায়িম গল্টের সময়েও ছিল এসব পাহাড়। দাদা ছিল দুর্ধর্ষ এক পর্বত অভিযাত্রী। 'ওল্ড বিল' উইলিয়ামস, টম ফিটজ প্যাট্রিক, ব্রিজার ও ইয়ং কিট কারসনের মতো কিংবদন্তিদের সঙ্গে শিকার করত সে।

মিসৌরিরির বাড়ির লম্বা শীতকালীন সন্ধ্যাগুলোর কথা মনে পড়ে। সে আর জেস আগুনের সামনে বসে দাদার মুখ থেকে শুনত তার শৈশবের ঝকঝকে পাহাড়, বিশাল বিবার শিকারসহ নানান মজার মজার গল্প। গল্পগুলো কখনো এতটাই প্রাণবন্ত হতো যে, তাদের মা তাদের তাড়াতাড়ি ঘুমাতে পাঠালেও দুই ভাই শুয়ে শুয়ে ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে দাদার মুখে শোনা সেসব গল্প নিয়ে আরও কিছুক্ষণ গল্প করত।

শৈশবে শোনা সেসব গল্পের কারণে দাদার ভেতরের সে বুনো অনুভূতি জোনাসের মনে গেঁথে গিয়েছিল। তার কিছুটা হয়তো তার বাবা জ্যারেডের মধ্যেও ছিল। কারণ, দাদার মৃত্যুর পরপরই সে পশ্চিমে পাড়ি জমায়। তবে জ্যারেড ধীরস্থির মানুষ। নিজের ইচ্ছের কথা কমই প্রকাশ করে। লোকটা এক দিকে যেমন স্বপ্নবাজ, অন্য দিকে পরিবারের জন্যে দায়িত্বশীল উপার্জনকারী ও অভিভাবক।

গল্ট পরিবারের এ বুনো প্রবণতা প্রায় সবার মধ্যেই ছিল, তবে তা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছিল জেসের মধ্যে। জোনাসের ভেতরে বিষয়টা ছিল অন্যরকম। বাবার স্থায়ী জীবনধারার বিরোধী নয় সে; বরং তার প্রচলিত চিন্তাধারার

বিপরীতে একটা সংশোধিত বিদ্রোহের মতো।

তার লেখাপড়া নেই। কিন্তু রয়েছে তীক্ষ্ণ চিন্তাশীল মন, যা নিজের জন্যে আলাদা একটা পথ খোঁজে সারাক্ষণ। বন্দুক ছুড়ে সে হয়তো কিছুটা শান্তি খুঁজে পায়। তবে তার মনে দায়িত্ববোধও প্রবল। বাবা-মায়ের বয়স হয়ে যাচ্ছে। জানে, বুড়ো বয়সে ছেলেদের ওপরই নির্ভর করতে হবে তাদের।

ভাবনার জগৎ থেকে বেরিয়ে এল জোনাস। জ্যারেড হঠাৎ কথা বলতে শুরু করেছে। 'আমার ওপর রাগ কোরো না, বাছা। আমি হয়তো জেসের ক্ষেত্রে ভুল করেছিলাম।' বলে থামল একটু। কড়া চোখে সাবধান করল ছেলেকে। 'এটা আবার তোমার মাকে বলতে যেয়ো না যেন। তাহলে কিন্তু ঠেঙানি খাবে।'

চুপ করে রইল জোনাস। বাবা কথা বলতে ইতস্তত করছে। শব্দ বাছাই করছে। 'তাকে সাদা বললে সে কালো করার চেষ্টা করত। যত টান দিতাম, ততই সে সরে যেতে চাইত। পিস্তলকে শয়তানের হাতিয়ার বলেছিলাম বলে সে তাতে আরও বেশি করে ঝুঁকেছিল, হাঁস যেমন পানি দেখলে ছুটে যায়, ঠিক সেভাবেই।'

কালো দাড়ির নিচে জ্যারেডের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। 'জেসকে সামলানোর একটা উপায় হয়তো ছিল, কিন্তু তা আমি কখনোই খুঁজে পাইনি।'

এরপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার শুরু করল। 'আমি জানি, তুমিও বাঁধন ছিঁড়তে চাও। বুঝতে পারি কেন এখনো ছেঁড়োনি।

...সে জন্যে অবশ্য তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমি জানি, তরুণ ঘোড়ার মধ্যে কখনও কখনও ঝাঁজ থাকে।' গলা খাঁকারি দিয়ে চুপ করে গেল সে।

বাবা লজ্জা পাচ্ছে, বুঝতে পারল জোনাস। বিষয়টা ভালো লাগল তার।

জ্যারেডের রুক্ষ ও অন্তর্মুখী স্বভাবে কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে আজ। ওকে এখন যে কথাগুলো বলছে, এগুলো বলতেও তাকে যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়েছে।

কিছুক্ষণ পর ওয়্যাগন সমতল অঞ্চল ছেড়ে ঢেউখেলানো ঘাসে ঢাকা ছোট ছোট টিলার দিকে এগোল। জ্যারেড ঝাঁকুনি সামলে দক্ষ হাতে সামলাচ্ছে ঘোড়াগুলোকে। দীর্ঘ ঢাল বেয়ে কাদামাখা উপত্যকায় নেমে এল ওয়্যাগন। ব্লু হর্স স্প্রিংয়ে পৌঁছাল।

ব্লু হর্স স্প্রিং প্রাকৃতিকভাবে তৈরি প্রায় একশো ফুট ব্যাসের একটা গোলাকার এলাকা। একসময় এখানে স্বচ্ছ পানি সূর্যের আলোয় ঝকঝক করত। এখন আর তেমন নেই। এখন পানি বাদামি, ঘোলা। আর তাতে গাদাগাদি অবস্থায় জেগে ওঠা কাদামাটির ছোট ছোট গর্ত। ঘোলা পানি জমে প্রতিটা গর্তই কাদায় থকথকে।

স্প্রিংয়ের পাশে বেশ কয়েকটা গরু ময়লা পানিতে মুখ ডুবিয়ে ছিল। কাছাকাছি যেতেই ধীরে ধীরে সরে দাঁড়াল। কয়েক গজ দূরে কাদার আস্তরণ শুকিয়ে সাদা হয়ে গেছে। তার ওপরে জালির মতো অসংখ্য সরু সরু ফাটল।